বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সভাপতি
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সহ-সভাপতি
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
এ জেড এম সালেহ্
ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম

কোষাধ্যক্ষ
বদরুল মুনির

যুগ্ম-সম্পাদক
শেখ আলী আহমেদ টুটুল
মোহাম্মদ আকবর কবীর

সহ-সম্পাদক
নেছার আহমেদ
মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পার্থ সারথী ঘোষ
সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন

সদস্য
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
অধ্যাপক শাহানারা বেগম
ড. নাজমুল ইসলাম
ড. শাহেদ আহমেদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী
অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া
মেহেরুননেছা
মোঃ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান
খোরশেদুল আলম কাদেরী

ফোন : ৮৮০-২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com
Website : www.bea-bd.org

তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২৪

Received
২৩/০৮/২৪
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা

বরাবর
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
রমনা থানা, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

বিষয়: নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ ডায়েরি।

জনাব

বাংলাদেশের প্রায় চার হাজার পেশাজীবী অর্থনীতিবিদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা, অনুসন্ধান ও গবেষণায় উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান; অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশনা; অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর সভা, সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন এবং অর্থনীতিবিদদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এই সংগঠন সম্পূর্ণ অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টির শুরু থেকেই বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ বিভাগের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান (নিবন্ধন নং ঢ-০১৯৭৮) হিসেবে ১৯৭৪ সালে প্রণীত গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস; অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ; শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ অতীতে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

১৯৭৪ সালে প্রণীত গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে প্রতি দুই বছর অন্তর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ২৯ জন নির্বাচিত সদস্যের একটি কার্যনির্বাহক কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সমিতির সাধারণ সভা ও নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সারা দেশ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এম এন হুদা, অধ্যাপক ড. আখলাকুর রহমান, অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমদ, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান, অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এই সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়াদি এবং ব্যয়নির্বাহ সংক্রান্ত অডিট প্রতিবেদনসমূহ প্রতিবছর সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়ে থাকে।

গঠনতন্ত্র মোতাবেক গত ১৮-০৫-২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনকালে সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এ। নির্বাচনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম প্যানেল এবং ড. মোঃ মুজাফফর আহমেদ ও সৈয়দ মাহবুব-ই-জামিল প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সমিতির সদস্যদের স্বতোঃস্ফূত ও শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, দুটি প্যানেলের পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ভোট গণনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সভাপতি
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সহ-সভাপতি
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
এ জেড এম সালেহ্
ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম

কোষাধ্যক্ষ
বদরুল মুনির

যুগ্ম-সম্পাদক
শেখ আলী আহমেদ টুটুল
মোহাম্মদ আকবর কবীর

সহ-সম্পাদক
নেছার আহমেদ
মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পার্থ সারথী ঘোষ
সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন

সদস্য
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
অধ্যাপক শাহানারা বেগম
ড. নাজমুল ইসলাম
ড. শাহেদ আহমেদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী
অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া
মেহেরুননেছা
মোঃ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান
খোরশেদুল আলম কাদেরী

বিশাল অডিটরিয়ামে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোট গণনার যাবতীয় বিষয়াবলী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বড় স্ক্রিনে এবং সরাসরি ফেসবুক, ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। নির্বাচনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম-এর প্যানেল সভাপিত ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ ২৯টি পদের মধ্যে ২৮টিতে জয়লাভ করে এবং একজন স্বতন্ত্র সদস্য ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ভোট গণনার ফলাফলের পর বিজিত প্যানেলের নেতৃবৃন্দ ভোট গণনা ও নির্বাচন কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং বিজয়ী প্যানেলের সদস্যদের একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানান। নির্বাচন কার্যক্রম ও সম্মেলনসংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন বাংলাদেশের সকল জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক ও সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সরকার পতনের পর কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যক্রম ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন রকম অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে আসছেন এবং সমিতির ভবন দখল ও কার্যনির্বাহক কমিটি উৎখাতের হুমকি দিয়ে আসছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যক্রম নিয়ে সদস্যবৃন্দ তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার রাখেন। সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক তা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান ও প্রকাশের পথ রয়েছে। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের দুটি ধারা রয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

"১৪.৪ কার্যনির্বাহক কমিটি দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণ সভা ও নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিলে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী অংশের লিখিত দাবী সম্পাদকের নিকট পেশ করণ সাপেক্ষে তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। লিখিত দাবী পেশ করিবার দুই মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহক কমিটি সাধারণ সভা আহবান না করিলে তলবকারী সদস্যগণ তলবী সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং নূতন কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তলবকারী সদস্যদের শতকরা বিশ ভাগের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.৫ অন্তবর্তীকালীন সময়েও তলবী সভা আহ্বান করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তলবকারীর সংখ্যা ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে হইবে এবং তলবকারী সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

এমতাবস্থায়, যেহেতু কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগতভাবে নিয়োজিত থাকেন এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সমিতির কার্যক্রম অংশগ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু ৩ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারী কার্যনির্বাহক কমিটির নির্দেশনা এবং গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী অর্থনীতি সমিতির কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির উস্কানিমূলক বক্তব্য, কার্যক্রম ও হুমকির ফলে অর্থনীতি সমিতির কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় একটি সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করে ইস্কাটনস্থ সমিতির নিজেস্ব ভবন (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০) এলাকায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
মোবাইল নম্বর: ০১৭১২৯৩৩০৪১

ফোন : ৮৮০-২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com
Website : www.bea-bd.org